بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৯-০৭/১৬ | মঙ্গলবার, ১৬ রজব, ১৪৩৯ হিজরী | ০৩/০৪/২০১৮ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নির্বাচনকালীন সহিংসতা এবং আন্তঃদলীয় কোন্দল গণতান্ত্রিক রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ - "দায়িত্বশীল রাজনীতির ধারা" একমাত্র মহিমান্বিত খিলাফত ব্যবস্থার অধীনেই অর্জন করা সম্ভব

২৯ মার্চ ২০১৮, কঠোর নিরাপত্তা ও উদ্বেগের মধ্যে সারাদেশে প্রায় ১৩৩টি স্থানীয় সরকার নির্বাচন শুরু হয়। পূর্বের অন্যান্য জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনসমূহের মতো এই নির্বাচনেও হত্যা, আন্তঃদলীয় রাজনৈতিক সহিংসতা, ব্যালট পেপার ছিনতাই এবং জালভোট প্রদানের মহোৎসব হয়। এবং, এই নির্বাচনেও বিপুল উদ্যমে প্রতিপক্ষকে দোষারোপ করার মত জনপ্রিয় (!) গণতান্ত্রিক কালচার পুরোদমে প্রদর্শিত হচ্ছে, যেখানে চলমান কোন্দল ও অনর্থের জন্য ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তার প্রধান প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) একে-অপরকে অভিযুক্ত করে চলেছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার ব্যাপক সহিংসতা, বিশেষত করে নির্বাচনকালীন সহিংসতা যে বিরাট প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে তা হচ্ছে, পশ্চিমা মদদপুষ্ট গণতন্ত্র আদৌ কি কখনও বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধি আনতে সক্ষম? শুধুমাত্র বিগত ৫ বছরেই রাজনৈতিক সহিংসতায় বাংলাদেশে ১,০২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৫২,০০০ জন আহত হয়েছে (www.dhakatribune.com, ২১শে নভেম্বর, ২০১৭)। এমনকি, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্যেও বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রকৃত চরিত্র ফুটে উঠেছে, গত নভেম্বরে তার বক্তব্যে: বর্তমান রাজনীতিতে শালীনতা এবং সহনশীলতার কোন অস্তিত্ব নাই, কেবলমাত্র পোষ্টার এবং ব্যানারেই তা শোভা পায় (www.thedailynewnation.com , ২১শে নভেম্বর, ২০১৭)। বাস্তবতা হচ্ছে যে, গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এধরনের সহিংসতা এবং নৈতিক অবক্ষয় কেবলই সমস্যার উপসর্গ মাত্র, আর সমস্যার মূল হচ্ছে জন্মগতভাবে ত্রুটিযুক্ত এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী এবং পুঁজিপতিদের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীকে ক্ষমতাবান করে তোলে, যারা জনগণের স্বার্থ সুরক্ষায় তাদের পাশে না দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ক্ষমতার সিঁড়িতে আরোহনের উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এবং, গণতন্ত্র প্রসূত তৃতীয় বিশ্বের এসব রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী মধ্যকার ক্ষমতার লড়াই নির্বাচনকালীন সময়ে আরও প্রকট আকার ধারণ করে, যা অর্থ এবং ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার অনিবার্য পরিণাম।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আমাদের এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শুধুমাত্র বাংলাদেশেই এর আবেদন হারাচ্ছে, বরং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জনপ্রিয়তার ধ্বস ঠেকাতে পশ্চিমা বিশ্ব আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যা মানুষের জীবনের সমস্যাসমূহের কার্যকর সমাধান প্রদানে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। বাংলাদেশের মতই তথাকথিত পরিণত গণতান্ত্রিক দেশসমূহেও, যেমন: যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং ফ্রান্সের রাজনীতিবিদগণ অর্থের বিনিময়ে বিক্রি হয় এবং দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত তাদের মধ্যকার অধিকাংশ নেতৃবৃন্দই বিগত কয়েক দশক ধরে অনুষ্ঠিত নির্বচনসমূহে বারংবার বিজয়ী হয়েছে। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৭ সালের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে, এই ত্রুটিযুক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের অনীহা ও ক্রমবর্ধমান অনাস্থার কারণে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন নির্বাচনে ভোটারদের অনুপস্থিতির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। পশ্চিমা বিশ্বের নির্বাচকমণ্ডলী ক্রমেই এই বিষয়ে সচেতন হচ্ছে যে, গণতান্ত্রিক রাজনীতি প্রতিশ্রুত সমতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক সংস্কার আনতে ক্রমাগত ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, বিগত ২৫ বছর ধরে পুরো বিশ্বেই গড়ে ১০%-এরও অধিকহারে ভোটারদের ভোট প্রদানের হার হ্রাস পাচ্ছে।

হে মুসলিমগণ, এই মুহূর্তে আপনারা যে ব্যাপক অরাজকতা প্রত্যক্ষ করছেন তা মুলত: "প্রকৃত গণতন্ত্রের" অনিবার্য ফলাফল; এবং এই "প্রকৃত গণতন্ত্র" ছাড়া আর কোন গণতন্ত্রের আদৌ কোন অস্তিত্ব নাই। মুলত: তথাকথিত এই "প্রকৃত গণতন্ত্রের" আলোচনার মাধ্যমে এই দুর্নীতিগ্রস্থ আদর্শ এবং রাজনীতিবিদদের আড়াল করা হয়, হোক সেটা বাংলাদেশে কিংবা পাশ্চাত্য বিশ্বে। তাই, গণতন্ত্রকে প্রশ্নের সম্মুখীন করার এটাই উপযুক্ত সময়, কারণ জনগণকে প্রতারিত করে আওয়ামী-বিএনপি শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতা বিস্তারের বেপরোয়া ও আক্রমণাত্মক চেষ্টা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। জনগণের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া এই অসাড় ও ভঙ্গুর গণতন্ত্র এবং কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল এই শাসকগোষ্ঠীর কবল থেকে অতিসত্ত্বর মুক্ত হতে হবে, কারণ তারা তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে লিপ্ত, এবং পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে সমর্থন দিয়ে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থসমূহ সুরক্ষিত থাকবে।

অপরদিকে, মহিমান্বিত খিলাফত ব্যবস্থার অধীনে খলিফা, গভর্ণর, কর্মকর্তাবৃন্দ এবং রাজনীতিবিদগণ তাদের অর্পিত দায়িত্বসমূহ তাক্বওয়া'র (আল্লাহ্ ভীতি) ভিত্তিতে পালন করবেন এবং এই ব্যবস্থার অধীনে গণতন্ত্রের মত আত্ম-বিধ্বংসী কোন উচ্ছৃঙ্খল আচরণের সুযোগ থাকবে না, যা নির্বাচনকালীন সময়ে আমরা প্রায়শই প্রত্যক্ষ করে থাকি। খিলাফত ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো শুধুমাত্র নির্বাচনে জয়লাভ করে আসতে পারাটাই শাসক ও রাজনীতিবিদদের মুখ্য বিষয় নয়, বরং রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে খলিফা এটা নিশ্চিত করবেন যেন শাসক ও রাজনীতিবিদদের কর্মকাণ্ডগুলোকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা হয় এবং তাদেরকে কঠোর জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা হয়। বর্ণিত আছে যে, উমর (রা.) একদা তার নিকটস্থ লোকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন: "যদি আমি তোমাদের মধ্য হতে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করি এবং তাকে ন্যায়বিচারের আদেশ দেই তবে কি তোমরা বলবে আমি আমার দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করেছি?" উত্তরে তারা বলেছিলেন, "হ্যাঁ"; তিনি বলেছিলেন, "না, ততক্ষণ পর্যন্ত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার সম্পাদিত কাজসমূহ পরীক্ষা করি এবং নিশ্চিত হই যে, আমি যা আদেশ করেছিলাম সে তা পালন করেছে।"

হে মুসলিমগণ, **হিযবুত তাহ্‌রীর**, আপনাদেরকে এই আহ্বান জানাচ্ছে যে, আপনারা আপনাদের সমস্যার একমাত্র সমাধান তথা নবুয়্যতের আদলে দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্ প্রতিষ্ঠার কাজে সম্পৃক্ত হোন, এবং আরও আহ্বান জানাচ্ছে যে, আপনারা এই প্রতিশ্রুত খিলাফতে রাশেদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক সংগ্রামে নিজেদেরকে নিয়োজিত করুন- পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ইচ্ছায় তা খুবই আসন্ন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সেই আহ্বানে সাড়া দাও, যখন তোমাদেরকে এমনকিছুর দিকে আহ্বান করা হয় যা তোমাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে।" [সূরা আল-আনফাল :২৪]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ